ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিটিসিএল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

দিপু রায়

৩০ এপ্রিল ২০১৪

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে টেলিযোগাযোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে
- সরকারি টেলিযোগাযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠার পর থেকেই টেলিযোগাযোগ খাতে বিটিসিএল (পূর্বের বিটিটিবি) এককভাবে নেতৃত্ব প্রদান করলেও বর্তমানে বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন
- অধিকতর দক্ষ ও মুনাফাভিত্তিক করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বিটিটিবিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বিটিসিএল হিসেবে ঘোষণা করা হয়

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের পর থেকে এ পর্যন্ত বিটিসিএলের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে

- অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের ৭২টি এক্সচেঞ্জ স্থাপন
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার ১৭টি এক্সচেঞ্জ স্থাপন
- ৪৭,০০০ এডিসিএল ব্রডব্রান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার সক্ষমতা অর্জন
- সরকারি কার্যালয়ে ও ডিসি অফিসে ই-সিস্টেম চালু
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টেলিফোন সংযোগ ফ্রি করা
- সারাদেশে টেলিফোন সংযোগ ফি, কল রেট ও ইন্টারনেট ফি কমানো
- ১০৮টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন
- বিটিভির অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করার জন্য ২৯টি স্থানে ‘কি’ পয়েন্ট স্থাপন
- আন্তর্জাতিক কলের সঠিক বিলিং হিসাবের চিত্র দেখার জন্য ইন্টারনেট প্রোটোকল বেইজড ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) স্থাপন সম্পন্ন ও ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) স্থাপণ প্রক্রিয়াধীন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ২০১০ সালের ২৩ মার্চ টিআইবি বিটিটিবি ও বিটিসিএলের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের সুপারিশ প্রদান করা হলেও এ পর্যন্ত সেগুলো অবাস্তবায়িত রয়েছে

- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল যাত্রা শুরু করার পর ৫ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সফল হতে পারছেনা

- বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানির নতুন প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় রাজস্ব ও গ্রাহক সংখ্যা কমে যাচ্ছে

- গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিবেদনে বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে

- উপরিউক্ত প্রেক্ষিতে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ধারাবাহিকতায় বিটিসিএলের মত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বর্তমান সমস্যাসমূহ ক্ষতিয়ে দেখার জন্যে পুনরায় একটি গবেষণা হাতে নেওয়া হয়

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের কার্যকর পরিচালনায় সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা;
- বিটিসিএলে বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণসমূহ চিহ্নিত করা;
- বিরাজমান সমস্যা ও দুর্নীতি থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা।

গবেষণা পদ্ধতি

- **গুণগত গবেষণা**
- **তথ্য সংগ্রহের কৌশল-** পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা ও মূখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার
- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস -** প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত খবর, প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট
- **প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস**

  বিটিসিএল, সিএজি ও দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিবিড় সাক্ষাৎকার
- **গবেষণার পরিধি**

  এই গবেষণায় বিটিসিএলের কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- **গবেষণা কাল-** এপ্রিল ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪

উল্লেখ্য এই গবেষণার সকল তথ্য বিটিসিএলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে

বিটিটিবি থেকে বিটিসিএলে রূপান্তর

- আধুনিক প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০০৮ তারিখ বিটিটিবিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (বিটিসিএল) হিসেবে ঘোষণা
- **প্রধান উদ্দেশ্য** ছিল নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে কার্যকর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
- **আইনগত ভিত্তি:**

✓১৯৭৯ সালের বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অর্ডিন্যান্সের ১০ অনুচ্ছেদে সেকশন ৫ এর সঙ্গে দুটি নতুন সেকশন যুক্ত করে বিটিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসা, প্রকল্প, স্কিম, সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, লাইসেন্স, দায় ইত্যাদি কোম্পানির বোর্ডের নিকট হস্তান্তর

✓১৯৯৪ সালের কোম্পানি অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হবে

✓টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য

বিটিসিএলে রূপান্তরের পর্যায়ে পরিকল্পনার ঘাটতি

- প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনের রূপরেখার অনুপস্থিতি
- পরিচালনা বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ না করা
- কোম্পানির জন্য অর্গানোগ্রাম না থাকা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার না করা
- এমডি নিয়োগের সঠিক নীতিমালা না থাকা
- সম্পদের সঠিক মূল্য নির্ধারণ না করা
- সরকার ও সাধারণ জনগণের মধ্যে শেয়ার বন্টনের বিষয় নির্ধারিত না হওয়া

উপোরোক্ত পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে বিটিসিএল একটি কার্যকর কোম্পানি হিসেবে দক্ষতার সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ

কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

পরিচালনা বোর্ড সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ

- বোর্ডের নয় জন সদস্যের ছয়জনই সরকারি কর্মকর্তা যাদের মাধ্যমে পূর্বের বিটিটিবির সময়েও সিদ্ধান্ত গ্রহীত হত
- বোর্ডে সরকারি কর্মকর্তাদের আধিক্য থাকায় তাদের মতামতই প্রাধান্য পায়
- বোর্ডের সদস্যদের বোর্ডে থাকার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না থাকায় তারা খুব অল্প সময় বোর্ডে থাকতে পারেন এবং বিটিসিএলের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন না
- সদস্যদের প্রধান কাজের পাশাপাশি বোর্ডের সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করায় বিটিসিএলের উন্নয়নে বেশি সময় দিতে না পারা
- পরিচালনা বোর্ডে টেলিযোগাযোগ ২জন বিশেষজ্ঞ (বুয়েটের একজন প্রফেসর ও এমডি)

কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগে জটিলতা

- এমওপিটি’র ২০০৯ সালের প্রজ্ঞাপন অনুসারে বিটিটিবির চেয়ারম্যানই বিটিসিএলের এমডি হিসেবে বহাল থাকবেন
- বিটিটিবির চেয়ারম্যান একটি ক্যাডারভুক্ত পদ এবং ক্যাডারদের বিটিসিএলে কিভাবে পদায়ন করা হবে সে বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত হওয়ায় একজন ক্যাডার কর্মকর্তাকে এমডির মত একটি অস্থায়ী পদে পদায়ন করা যায় না
- বিটিটিবির চেয়ারম্যানের গ্রেড ছিল ২ এবং ক্যাডার কর্মকর্তাগণ চেয়ারম্যান হিসেবে পদোন্নতির সুযোগ হারাচ্ছে
- বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের টেলিকমিউনিকেশন ক্যাডারের বাইরের কাউকে এমডি হিসেবে নিয়োগের বিরোধিতা করায় দুই বার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোনো নিয়মিত এমডি নিয়োগ না হওয়া
- ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এমডির কোম্পানির উন্নয়ন ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতা সীমিত থাকায় তিনি কোম্পানির উন্নয়নে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন না

কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

- বিটিসিএলকে মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার জন্য কোম্পানির ন্যায় নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়
- কিন্তু বিটিটিবিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় লোক নিয়োগ করা যাচ্ছে না
- পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার মর্মে ক্যাডার কর্মকর্তাগণ উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করলে আদালত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের মধ্যে তাদেরকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে আত্মীকরণের নির্দেশ দেয়
- কিন্তু মন্ত্রণালয় এই রায় স্থগিত করার জন্য আদালতে আবেদন করলে রায় ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়
- আদালতের রায় অনুযায়ী কর্মকর্তাদের প্রেষণে বা লিয়েনে পদায়ন করতে হলে আইনের নতুন ধারা তৈরী করে ‘ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম্যুনিকেশন’ (ডট) গঠন করতে হবে

কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

- আর ডট গঠন করতে হলে এমওপিটি, অর্থ, জনপ্রশাসন ও আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনসহ সংসদে পাশ হতে হবে যা প্রক্রিয়াধীন থাকলেও সময় সাপেক্ষ
- অন্যদিকে ডট গঠন হলেও কর্মকর্তাদের লিয়েন ও প্রেষণ বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নিয়মের বিভিন্ন রকম জটিলতা দেখা দিচ্ছে যার ফলে কর্মকর্তাগণ তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে
- ডট কার্যকর করার জন্য ১৯৭৯ সালের টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন এ্যাক্ট, ২০০৯ সালের আইনকে সংশোধন করে নতুন সংশোধিত আইন তৈরি করতে হবে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
- এই নতুন আইনে কর্মকর্তাদের লিয়েন ও প্রেষণের বিষয়গুলো বিবেচনা না করলে বিটিসিএলে কর্মকর্তাগণ যোগদান করার আগ্রহ হারাবে

কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- কোম্পানি হিসেবে নিজস্ব ক্রয় নীতি না থাকা
- কোম্পানি ঘোষিত হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি ক্রয় নীতি -পিপিআর অনুসরণ
- দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ দেওয়া ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফলে যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্ভব না হওয়া
- সময়মত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন না করায় গ্রহনকৃত প্রযুক্তি পুরোনো হয়ে যাওয়া
- যুগোপযোগী প্রযুক্তির সংযোজন না হওয়ায় বিটিসিএলের সেবার প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহ হারানো

কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

বিপণনে চ্যালেঞ্জ

- বাজেট স্বল্পতার কারণে বিজ্ঞাপণ তৈরি ও প্রচারের ঘাটতি
- এখনও পর্যন্ত টেলিফোন ছাড়া অন্যান্য সেবা সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারিত না হওয়া
- পাবলিক কোম্পানি হিসেবে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও তাদের সিদ্ধান্তে সম্পন্ন বিপণন কার্যক্রমের উপরে সরকারি অডিট আপত্তি উত্থাপন
- প্রচারণা তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট থেকে প্রচারণা ব্যয়ের অর্থ আদায়ের সুপারিশ অডিট বিভাগের
- বিপণন বিভাগের কর্মকর্তার আপত্তি নিষ্পত্তি করতে আড়াই বছর সময় পার
- প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর অডিট আপত্তি থেকে রেহাই পেতে প্রচারণা কার্যক্রমে আগ্রহ হারানো

বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ

জনবল সম্পর্কিত সমস্যা

- অনুমোদিত পদের (৮৭০৩) তুলনায় কম জনবল কর্মরত (৭৮০৮)
- প্রযুক্তি পরিবর্তনের ফলে জনবলের কোনো কোনো অংশ কাজের অনুপযুক্ত হওয়া
- সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ডিপ্লোমা) পদের স্টাফ সংকট বেশি
- কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেলস, মার্কেটিং, প্রচারণা, ব্রডব্যান্ড, ইন্টারনেট ও ডিজিটাল টেলিফোন পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকের অভাব
- উপজেলা পর্যায়ে এক্সচেঞ্জ প্রতি কমপক্ষে ৭ জন লোক প্রয়োজন হলেও ক্ষেত্র বিশেষে ১-৩ জন কর্মরত
- কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা, সময়নিষ্ঠা, সেবাদানের মানসিকতার অভাব থাকলেও বিটিসিএলে বহাল
- গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক কর্মকর্তাকে একাধিক কাজের দায়িত্ব পালন
- অন্যদিকে ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের সকলের নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে সেবা প্রদান করার সক্ষমতা না থাকলেও চাকরি স্থায়ী করণের জন্য তাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে
- সকল ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করাটা কতটুকু লাভজনক বা যৌক্তিক হবে তা প্রশ্নের সম্মুখীন

বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ

নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিটিসিএলকে দুর্বল করা

- পূর্বের নীতিমালা পরিবর্তন করে ২০১০ সালের পূর্বেই বিটিটিবিকে আইসিএক্স সেবা প্রদানের একচ্ছত্র সুযোগ থেকে বাদ দেওয়া এবং ২০০৮ সালে আরো ৩টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করায় বিটিআরসিসহ অন্যান্য কোম্পানিকে ট্যারিফ শেয়ার (৬০%) করায় বিটিসএল লাভজনক না হওয়া
- রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ রক্ষায় ২০১২ সালের ডিসেম্বরে আরো ২৫টি কোম্পানিকে আইজিডব্লিউ লাইসেন্স প্রদান
- এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ১০টি কোম্পানির মালিক হচ্ছেন বর্তমান বা পূর্বের সরকারের এমপি বা মন্ত্রীর আত্মীয়
- এসব কোম্পানির কোনো কোনোটি বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার হিসেবে বড় অংকের অর্থ বকেয়া রেখে নতুন করে বিটিআরসির নিকট থেকে আইজিডব্লিই ও আইসিএক্সের লাইসেন্স গ্রহণ
- প্রাইভেট আইজিডব্লিউগুলো নির্ধারিত রেটের চেয়ে কম রেটে আন্তর্জাতিক কল আনার কারণে বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলসংখ্যা কমে যাওয়া- ২০১০ সালে প্রায় ৩৫৭ কোটি মিনিট যা ২০১৩ সালে এসে কমে দাড়ায় প্রায় ২০৯ কোটি মিনিটে

বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- ব্যয়বহুল কপার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা
- সক্ষমতা থাকলেও ক্যাবল সংকটের কারণে সংযোগ প্রদানে বিলম্ব
- বেশি দূরত্বে সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ওপরে অতিরিক্ত ক্যাবল ক্রয়ের চাপ
- পুরোনো প্রযুক্তির কারণে এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমে ব্যাঘাত
- সড়ক খোঁড়া বা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল চুরির কারণেও টেলিফোন অচল থাকা
- নতুন এক্সচেঞ্জ স্থাপনে বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তিতে প্রতিকুলতা
- লাইনম্যানদের লজিস্টিক সুবিধার অভাবে সঠিকভাবে সেবা প্রদান না করা
- ব্যাংকে বিল জমা হলেও স্বয়ংক্রিয় না হওয়ায় তা বিটিসিএলে হালনাগাদ না হওয়া
- ডাটা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ারলেস লোকাল লুপ ব্যবহার না করা

বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- পুরোনো প্রযুক্তিতে ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস না দিতে পারা
- পুরাতন টেকনলজির মাধ্যমে আইজিডব্লিউ সেবা দেওয়ায় আন্তর্জাতিক কলের সঠিক চিত্র না পাওয়া; সরকারকে ৩ সেন্ট হিসেবে টেরিফ জমা দিতে গিয়ে গ্রাহকদের কম দামে আইজিডব্লিউ সেবা দেওয়া সম্ভব না হওয়া
- আইটিএক্সে সমস্যা থাকায় কল আদান প্রদানের সংখ্যায় বেসরকারি কোম্পানির রেকর্ডের সাথে অমিল
- দেশের ভিতরে ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং সরকারকে সঠিকভাবে রেটে কল আনায় বেসরকারি কোম্পানির ন্যায় গ্রাহকদের মূল্য ছাড় দিতে না পারা
- টেলিকম অবকাঠামো যেমন ট্রান্সমিশন, ব্যান্ডউইথ, টাওয়ার, কোলোকেশন সুবিধা ইত্যাদি পুরোনো হওয়ায় গ্রাহকদের আগ্রহ কম

অনিয়ম ও দুর্নীতি

আন্তর্জাতিক শাখার দুর্নীতি

- যোগসাজসের মাধ্যমে দেশী কোম্পানিকে বিদেশী কোম্পানি সেজে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ প্রদান
- ইউএস ডলারে ব্যাংক গ্যারান্টি না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান
- ব্যাংক গ্যারান্টির তুলনায় অনেক বেশি অংকের বিল জমা করে পরিশোধ না করে চলে যাওয়া
- একই কোম্পানি অবৈধ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে নতুন নামে পুনরায় অনুমতি গ্রহণ
- কিছু ক্ষেত্রে বড় অংকের পাওনা থাকা ক্যারিয়ারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তা কয়েক বছর পর অনাদায়ী দেখানো; বর্তমানে মোট ৯৬৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা আদায়যোগ্য নয়
- আন্তর্জাতিক শাখার কর্মকর্তা ও ৬টি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের বিরুদ্ধে ২৫২.২৬ কোটি টাকা আত্মসাতের জন্য দুদক ৬টি মামলা দায়ের করে
- অন্যদিকে ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ উত্তোলনে হয়রানি এবং পাওনা টাকা না দেওয়ার জন্য উল্টোভাবে ক্যারিয়ারগুলোর আদালতে মামলা দায়ের

অনিয়ম ও দুর্নীতি

কল টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ

- ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড জেনারেট না করে যান্ত্রিক ও কারিগরি ত্রুটির অভিযোগ
- মহাখালী আইটিএক্সে কলের হিসাব পাওয়ার যন্ত্র 'সিডিআর' না পাওয়া
- ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিটিআরসি আইটিএক্স বসানোর জন্য মন্ত্রণালয়কে জানানোসহ ১৯ বার বিটিসিএলকে চিঠি দিলেও আইটিএক্স বসানোর উদ্যোগ না নেওয়া
- কল টেম্পারিংয়ের সাথে বিটিসিএলের এমএন্ডও শাখার সাবেক সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ মন্ত্রণালয়েরও যোগসাজস থাকা
- আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়লেও বিটিসিএলের রেকর্ডে কম দেখানো -২০১১ সালে প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন মিনিট আন্তর্জাতিক কল আসলেও কল রেকর্ডে মাত্র ৫.৭৯ বিলিয়ন মিনিট দেখানো
- কল রেকর্ড না থাকার কারণে বিটিসিএলের প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ও ক্ষতির সম্মুখীন
- কল টেম্পারিং করার জন্য আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৭০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে দুদক ৪টি মামলা দায়ের করে

অনিয়ম ও দুর্নীতি

অবৈধ ভিওআইপির মাধ্যমে দুর্নীতি

- বিটিসিএলের গেটওয়ের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি চালিয়ে যাওয়ায় বিটিসিএলের রাজস্ব হারানো
- বিটিসিএলে ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে এই অবৈধ কল বন্ধ করা সম্ভব হলেও দীর্ঘ দিন বিটিসিএলে তা না বসানো
- বিটিসিএলের অবকাঠামো চোরাই পথে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপির সুযোগ করে দেওয়া
- বিটিসিএলের টিডিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ সেবা দেওয়ার কারণে তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ না করতে পারায় কত অংশ বৈধ পথে ব্যবহার হচ্ছে তা বলা কঠিন
- বিটিসিএল আইআইজির প্রযুক্তি ক্রয় করার জন্য একাধিক বার টেন্ডার আহ্বান করলেও তার কার্যাদেশ প্রদানসহ সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়
- অন্যদিকে মনিটরিং প্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে ’টানেলিং’ করে অবৈধ পথে কল টার্মিনেট করায় বিটিআরসিতে স্থাপিত ‘সিম ডিটেকশন বক্সে’ আর অবৈধ কলের হিসাব জমা পড়ছে না
- নতুন ৩৭টি কোম্পানিকে আইআইজির লাইসেন্স প্রদান করায় তাদের গেটওয়ের মাধ্যমেও অবৈধ ভিওআইপি করা

অনিয়ম ও দুর্নীতি

বদলি, দায়িত্ব (দেখাশুনা) প্রদান এবং প্রশিক্ষণে অনিয়ম

- বদলি ও প্রশিক্ষণে কোনো নীতিমালা না থাকা
- রাজনৈতিক বিবেচনা, কর্মচারী ইউনিয়ন ও সিবিএ'র চাপ এবং কর্মকর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিটিসিএলের বদলি নিয়ন্ত্রিত হয়
- অবৈধ অর্থ আয় করার সুযোগসম্পন্ন পদগুলোতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বদলি
- সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কর্মচারীদের সিবিএর প্রভাবে ও অর্থের বিনিময়ে দুই ধাপ উপরের পদে 'দায়িত্ব দেখাশুনার' নামে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান
- টেলিফোন লাইন মেরামতের জন্য অভিযোগ করলেও এসব কর্মচারীর ব্যবস্থা না নেওয়া
- কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ এবং প্রভাব খাটিয়ে একই ব্যক্তির বার বার বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ
- অবসরে যাওয়ার খুব অল্প দিন পূর্বেও বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

অবৈধভাবে কোম্পানির ভূমি দখল দেওয়া

- বিটিসিএলের ভূমি এনওসি ও লীজ নিয়ে অবৈধভাবে দখল প্রদান - মতিঝিল, কড়াইল ও কক্সবাজারে কলাতলীর জমি
- দখলকৃত জমিতে ভবন তৈরী করে বিক্রি করা এবং কর্মচারীদের জমি দখল করে ঘর তৈরি ও ভাড়া প্রদান

প্রাইভেট কোম্পানিকে অবৈধভাবে সুবিধা প্রদান

- প্রাইভেট টেলিযোগাযোগ কোম্পানির স্বার্থে টেলিযোগাযোগ নীতিমালার অপপ্রয়োগ
- প্রাইভেট কোম্পানিকে অবৈধভাবে বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে বিটিসিএলের অবকাঠামো, লিঙ্ক, অফিস, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান
- প্রাইভেট কোম্পানির বিটিসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগের মাধ্যমে বিটিসিএলের অবকাঠামো, লিঙ্ক, অফিস, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে লাভবান হওয়া
- অবৈধভাবে সুযোগ প্রদান করার জন্য বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের সাময়িক বরখাস্ত

অনিয়ম ও দুর্নীতি

পরিবহণ খাতে অনিয়ম

- বিটিসিএলের গাড়ি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার এবং খরচ বিটিসিএলের অবৈধভাবে অন্য ব্যয় হিসেবে দেখানো
- গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ভূয়া ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ
- গাড়ি বাবদ অবৈধ বিলে স্বাক্ষর করার জন্য কর্মকর্তাদের ওপরে চাপ প্রয়োগ এবং স্বাক্ষর না পেলে গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া
- প্রকল্পের গাড়ি কাগজে কলমে ভাড়া দেখিয়ে রেন্ট-এ কারের যোগসাজসে অর্থ আত্মসাৎ- গাড়ি প্রতি মাসিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা
- প্রকল্পের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার মাধ্যমে বিল পাশ করা হয় বলে প্রাপ্য না হলেও তাদের গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান
- বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসে কর্মকর্তাদের গাড়ি মেরামত বাবদ ড্রাইভারদের এক মাস অন্তর অন্তর ১৫০০০ টাকা প্রদান এবং সিএনজি চালিত গাড়িতেও প্রতি মাসে ৩০ লিটার তেল অতিরিক্ত প্রদানে বাধ্য হওয়া
- ড্রাইভার প্রতি মাসিক ১৬০-১৮০ ঘন্টা ওভারটাইম বাধ্যতামূলক
- কর্মকর্তাদের গাড়ি অফিসের কাজে ব্যবহার না করে পরিবারের কাজে ব্যবহার

অনিয়ম ও দুর্নীতি

সিবিএর দুর্নীতি

- ক্রয় সংক্রান্ত ফাইল খুলে দেখা এবং কন্ট্রাকটরদের সিবিএ তহবিলে টাকা দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ
- প্রতিটি বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিস থেকে সিবিএ ইউনিটের প্রতি মাসে ৩-৫ হাজার টাকা আদায়
- বিটিসিএলের খালি জায়গায় ঘর তুলে সিবিএ কর্তৃক ভাড়া প্রদান
- ঘুষ গ্রহণ করে সিবিএ নেতা কর্তৃক বাসা বরাদ্দ দেওয়া এবং বাইরের লোককে ভাড়া দেয়া
- ঘুষ গ্রহণ করে অবৈধ আবাসন অনুমোদন দেবার জন্য প্রশাসনে চাপ প্রয়োগ
- সিবিএর অবৈধ কার্যক্রমে বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বদলির জন্য সিবিএ কর্তৃক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি
- লাইন মেরামত করার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায় এবং লাইনে ক্রুটি দেখা দিলে কখনও কখনও দীর্ঘ সময় ধরে তা মেরামত না করা

সমস্যার ধরন, ফলাফল ও প্রভাব

সমস্যার ধরন

- কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরের সঠিক, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অভাব
- নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়া
- সমন্বয়হীন জনবল
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব
- রাজনৈতিক স্বার্থে প্রাইভেট কোম্পানির লাইসেন্স প্রদান
- মন্ত্রণালয়-নির্ভর পরিচালনা বোর্ড
- বিপণনে ঘাটতি
- অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমস্যার ফলাফল

- কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা
- প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল নিয়োগ না করতে পারা
- দক্ষভাবে সেবা প্রদান ও কার্যক্রম পরিচালনা না হওয়া
- স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন না করা
- দীর্ঘ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সেবা প্রদানে ব্যর্থতা
- প্রাইভেট কোম্পনির সাথে প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়া
- বিটিসিএলের রাজস্ব হারানো

সমস্যার প্রভাব

- লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারা
- বিটিসিএলের অস্তিত্বের সংকট
- সরকারের রাজস্ব হারানো
- সেবাগ্রহীতাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়া ও হয়রানি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার প্রায় ৬ বছর পার হলেও বিটিসিএল পুরোপুরি সরকারিও না পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিও না
- প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল সংকটে বিটিসিএল
- টেলিযোগাযোগ নীতিমালা রাজনৈতিক নেতা ও প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে অপপ্রয়োগের ফলে বিটিসিএলের রাজস্ব হারানো
- সরকারি নিয়মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় যুগাপযোগী প্রযুক্তির সেবা প্রদানে ব্যর্থ
- নিয়মিত এমডি না থাকায় বিটিসিএলের নেতৃত্বশূণ্য হয়ে পড়া
- প্রচারণার ঘাটতি ও পুরোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান করায় গ্রাহকদের আগ্রহ কম
- কল টেম্পারিং, অবৈধ ভিওআইপি, আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারদের অবৈধ সুযোগ প্রদান ও অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির কারণে রাজস্ব হারানো ও গ্রাহক হয়রানি চলমান
- সর্বোপরি অস্তিত্বের সংকটে বিটিসিএল

সুপারিশ

আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিটিসিএলকে সম্পূর্ণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে

১. পরিচালনা বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কমাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা। বিটিসিএলের পরিচালনা বোর্ড টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করা

২. বিটিসিএল, টেলিটক এবং বিএসসিসিএল (সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি.) -এই তিনটি কোম্পানিকে একত্রীভূত করে একটি কোম্পানিতে রূপান্তর

৩. যত দ্রুত সম্ভব বাজারে শেয়ার ছাড়ার ব্যবস্থা করা

৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা

৫. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা ও পদায়নের জটিলতা দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ

৬. নিয়োগের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে দ্রুত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল নিয়োগ

৭. বিটিসিএলের নিজস্ব ক্রয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

৮. আইজিডব্লিউ অপারেটরদেরকে অভিন্ন প্লাটফরমের নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা পরিচালনা করার ব্যবস্থা

সুপারিশ

৯. সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বিটিসিএলের একটি আলাদা ইউনিট গঠন করতে হবে যার কার্যক্রম মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে, সেবামূলক উদ্দেশ্যে করা হবে

১০. রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তবমুখী টার্গেট গ্রহণ করে সে সম্পর্কে কোম্পানির প্রতিটি স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনা তৈরি

১১. ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা

১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি ‘গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ’ প্রতিষ্ঠা

১৩. বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রতি বছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করা

১৪. নিরীক্ষার পরে চিহ্নিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

১৫. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাপক প্রচরণা ও কাস্টমার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

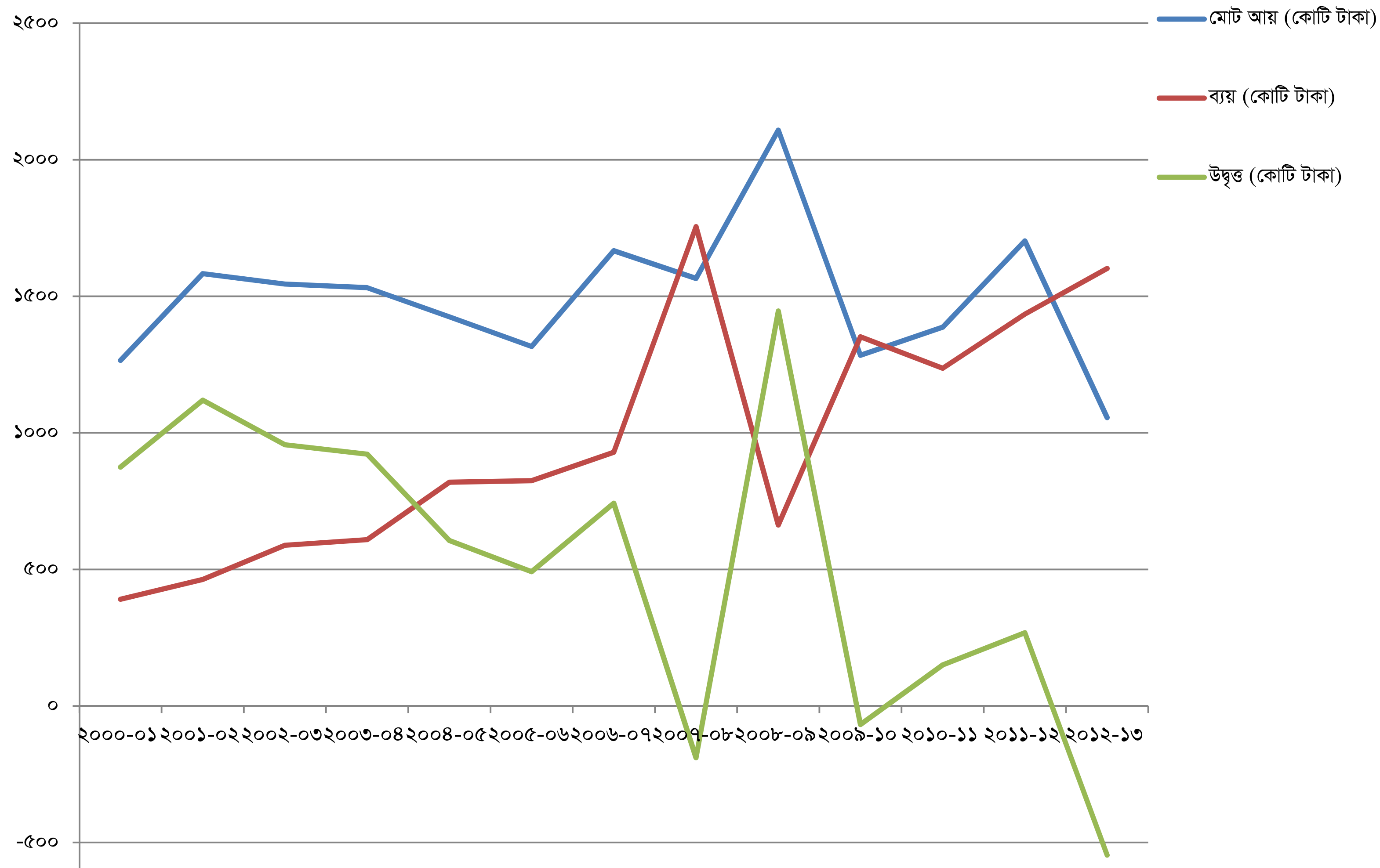

২৫০০
২০০০
১৫০০
১০০০
৫০০
০
-৫০০
-১০০০
২০০০-০১
২০০১-০২
২০০২-০৩
২০০৩-০৪
২০০৪-০৫
২০০৫-০৬
২০০৬-০৭
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
মোট আয় (কোটি টাকা)
ব্যয় (কোটি টাকা)
উদ্বৃত্ত (কোটি টাকা)

বিটিসিএলের টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা

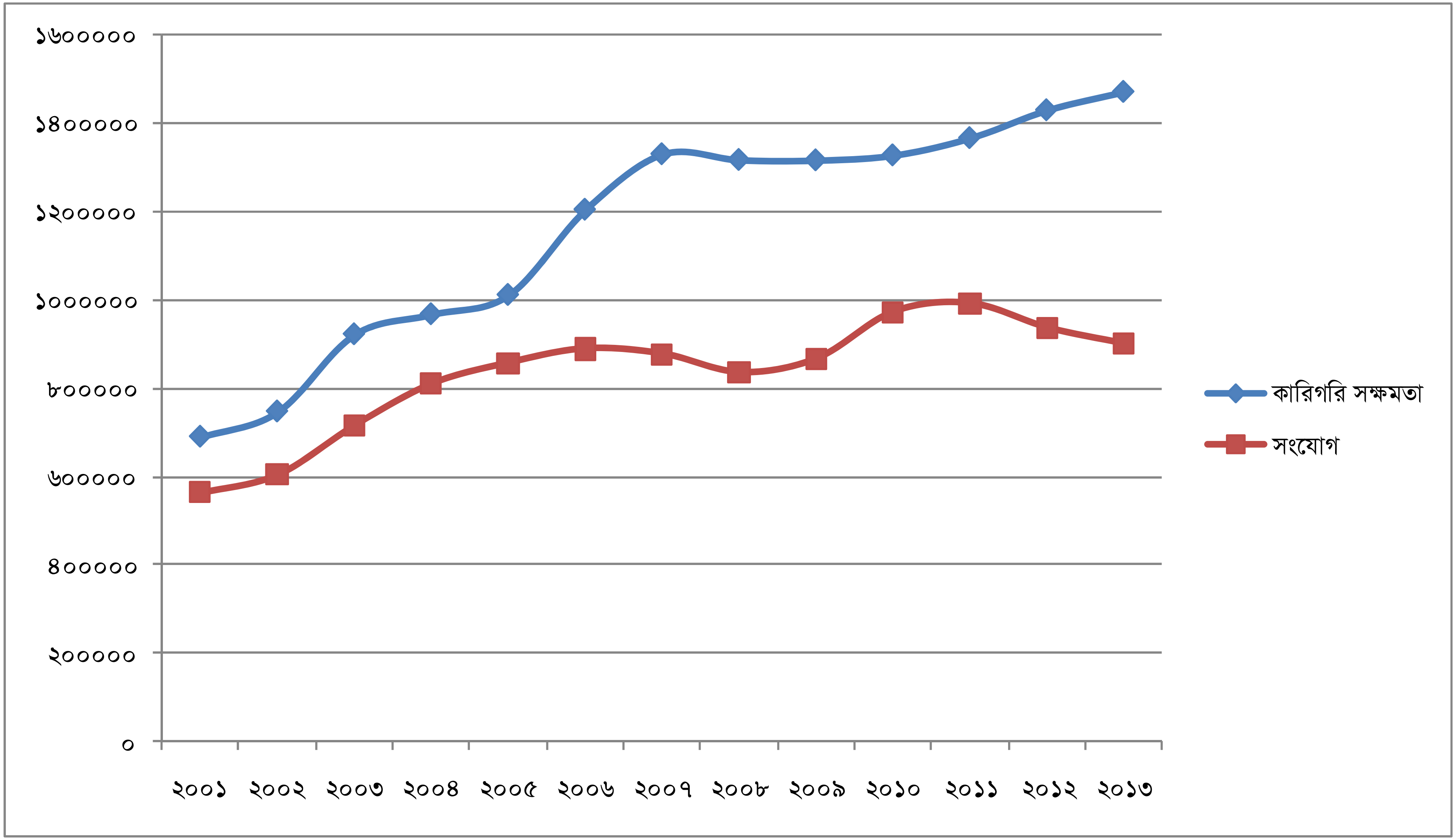

ডট পাশের ধাপসমূহ

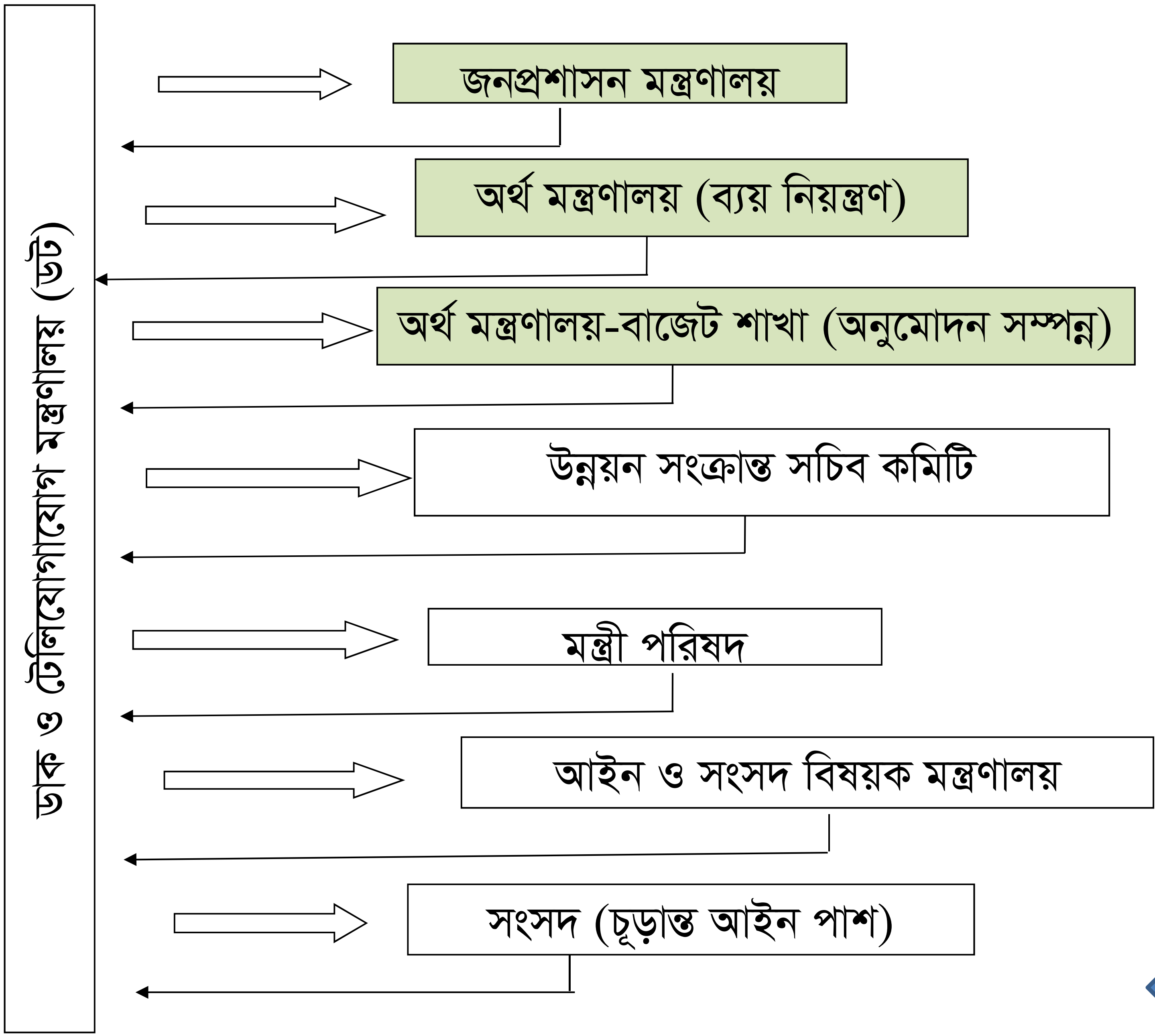

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (ডট)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয় (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ)
অর্থ মন্ত্রণালয়-বাজেট শাখা (অনুমোদন সম্পন্ন)
উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি
মন্ত্রী পরিষদ
আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংসদ (চূড়ান্ত আইন পাশ)

ধন্যবাদ